লৌকিক রত্নের ভিতরে

রমানাথ ভট্টাচার্য

বিশ্বজ্ঞান

৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

C রমানাথ ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ ঃ ১ বৈশাখ ১৩৮৫ | ১৪ এপ্রিল ১৯৭৮
প্রকাশক ঃ দেবকুমার বসু
বিশ্বজ্ঞান | ৯/৩ টেমার লেন | কলকাতা-৭০০০০৯
মুদ্রণ ঃ হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস | ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন | কলকাতা-৭০০০০৬
প্রচ্ছদ ঃ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
a collection of poems by
Ramanath Bhattacharya

দাম | পাঁচ টাকা

শ্রীনিলয়কান্তি নন্দী

বন্ধুবরেষু

শ্রীমতী রূপা চক্রবর্তী

কল্যাণীয়াষু

ভূমিকা

'লৌকিক বৃত্তের ভিতরে'র কবিতাগুলোর প্রাথমিক নির্বাচনের সময়ে (যখন নির্বাচিত কবিতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল বর্তমান সংখ্যার প্রায় দুই গুণ) আমাকে সহৃদয় সাহায্য করেছেন আমার বন্ধু শ্রীনিলয় কান্তি নন্দী ও পীযূষ ধর। এঁদের এই অকৃত্রিম বন্ধুকৃত্যের জন্যে অফুরাণ আন্তরিক ভালোবাসা জানাই। কবিতাগুলোর প্রাথমিক নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর অনুগ্রহ ক'রে চূড়ান্ত নির্বাচন করে দিয়েছেন অসমীয়া সাহিত্যের পঞ্চাশের প্রধান কবি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নীলমণি ফুকন। তাঁরই উপদেশ মত 'নির্জন অরণ্যে তুমি ধরেছিলে হাত' কবিতাটির শেষ দুই পংক্তি বর্জন করেছি, 'তুমি এলে ২' কবিতাটির 'ধবল জ্যোৎস্না শুধু' পংক্তিটি করেছি 'জ্যোৎস্না শুধু' এবং 'মুক্ত তুমি' কবিতাটির নতুন নামকরণ করেছি 'স্বদেশ'। প্রথম বই বের করতে গিয়ে এই অগ্রজ কবির যে আন্তরিক স্নেহ পেয়েছি তা আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার ভাষা আমার জানা নেই।

এই বইয়ে 'অলিন্দে সূর্যের হাওয়া' (অন্য তিনজন কবির সাথে আমার কবিতার বই) থেকে ছয়টি কবিতা নিয়েছি—এগুলো আমার কবিতার ধারাবাহিকতা রক্ষায় অপরিহার্য মনে করি।

রমানাথ ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

৯ তুমি এলে ২
১০ নির্জন অরণ্যে তুমি ধরেছিলে হাত
১১ নিসর্গের ক্রন্দন
১২ নবজন্ম
১৩ *তুমি দূর দেশে
১৪ পাশাবতী
১৫ মোলায়েম রোদ
১৬ পিছন ফিরে তাকিয়ে তুমি চোখে রাখলে চোখ
১৭ বাস থেকে
১৮ *অমন একাকী কেন !
১৯ আঁধারে রুপালি জ্বালো
২০ সামান্য মুখর হও
২১ গৃহী আমি
২২ রাজা তুমি ১
২৩ চাতক আসে রৌদ্র আসে
২৪ রাজা তুমি ২
২৫ শব্দহীন গাছ
২৬ গিনির গড়া তারার ঘরে রাস
২৭ *একান্ত ফাঁসির যোগ্য অন্ধকার
২৮ *ভালোবাসা ডাক দিলে
২৯ রাজা ভালোবাসো
প্রবাস, প্রকৃতি ও প্রেম ৩০
শীতের রৌদ্রে শরীর ঢেলে ৩১
*শুয়ে থাকলাম দলে ৩২
স্বদেশ ৩৩
আন্দোলিত ফুল ৩৪
রাজা এলেন ৩৫
রক্তে তোর চাবুক লাগছে চাবুকে লাগছে গায় ৩৬
*অন্ধকার কাছে এলে ৩৭
তলোয়ার নিয়ে ঘুরি ৩৮
*ভালোবাসা মাখতে চাও ৩৯
*অন্ধকার ডাক দিলে ৪০
* ধরে রাখে চলাচল ৪১
* রাত এলে ৪২
মহানীলে আমার ভুবন ৪৩
রোদে হাঁটে মেঘ ৪৪
* গোপাল তুমি সঙ্গে নিয়ো দূরের কাছে ৪৫
* মিজো হিল্‌স্‌ ১ ৪৬
* ছড়াও সবুজ ৪৭
* পাইনা তাকে ৪৮
* ও নারী তোর হাতেই আমি ফেলে আসছি চাবির গোছা ৪৯
* এই রোদ ৫০

* চিহ্নিত কবিতাগুলি পূর্বে প্রকাশিত হয়নি।

তুমি এলে ২

তুমি এলে উজ্জ্বল হাসির স্রোত
ডেকে ওঠে হাজার কোকিল
করতালি দিয়ে গায় গম্ভীর সমুদ্র।

তুমি এলে জ্যোৎস্না শুধু
সোনালি সময়
হীরানীড়, নবীন রোদ্দুর।

১৯৭৩

নির্জন অরণ্যে তুমি ধরেছিলে হাত

একদিন ধবল জ্যোৎস্নার ঝড়ে নির্জন অরণ্যে তুমি ধরেছিলে হাত
জ্বলছিল স্নিগ্ধ হাসি একফালি তরুণ রোদ্দুর
নদীর ধ্বনির মতো ঝরছিল স্বর মিঠে স্বর
অন্ধকার বিভা হ'য়ে জ্বলছিল চুল নীল চুল
নীলিম আকাশ হ'য়ে জ্বলছিল চোখ
ও শরীর তরু জুড়ে ফুটেছিল সংখ্যাহীন খুশির কুসুম।

একদিন ধবল জ্যোৎস্নার ঢলে নির্জন অরণ্যে তুমি ধরেছিলে হাত
আকাশ বাতাস জুড়ে বাজছিল সুভাষী বীণার ধ্বনি ঝর্ণার গান
রাত্রির শরীর জুড়ে হাঁটছিল উজ্জ্বল ঈশ্বরীগণ উজ্জ্বল ঈশ্বর
আকাশে বাতাসে ছিল স্বপ্নের মিছিল শুধু ছিল রাঙা রোদ
বিশ্বময় জেগেছিল ঝড় হর্ষ ঝড়।

একদিন ধবল জ্যোৎস্নার ঝড়ে নির্জন অরণ্যে তুমি ধরেছিলে হাত
বিশ্বময় ছিল সুর শুধু সুর সুরের সমুদ্র
ছিল ঝড় হর্ষঝড়, ছিল বিভা শুধু বিভা ও বিভার ঝড়।

১৯৭৩

নিসর্গের ক্রন্দন

তোমাকে পেলাম না ঘরে তোমাকে পেলাম না
নিসর্গ চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—বিশ্ব চেঁচিয়ে উঠ্‌লো
তোমাকে পেলাম না।

•

গাছের কাছে গেলাম গুটিয়ে নিলো ডাল
দিলো না ছায়া
নদীর কাছে গেলাম শরীর সরিয়ে নিলো
দিলো না জল
গেলাম চাঁদের কাছে দিলো না জ্যোৎস্নাকণা
দিলো কড়া রোদ।

তোমাকে পেলাম না আমি তোমাকে পেলাম না
ত্রিচক্ষু ভস্মভূত হৃদয়রাজ্যময় আঁধার আগুন
নিসর্গ চেঁচিয়ে উঠ্‌লো বিশ্ব চেঁচিয়ে উঠ্‌লো আঁধার আগুন।

১৯৭৩

নবজন্ম

একবার তুমি প্রণত হয়েছিলে, নত হয়েছিলে লতার মতো
বালিকার মতো একবার হয়েছিলে প্রণত
নক্ষত্রবৃন্দ আমার সাক্ষী ছিল আমার সাক্ষী ছিল আস্ত আকাশ
অরণ্য বৃক্ষগণ আমার সাক্ষী ছিল আমার সাক্ষী ছিল অন্ধকার রাত
একবার তুমি প্রণত হয়েছিলে, নত হয়েছিলে লতার মতো।

একটি মুহূর্ত জ্যোৎস্নার মতো জ্বলছিল, রাঙা রৌদ্রের মতো
জ্বলছিল একটি জন্ম
একটি মুহূর্ত একটি জন্ম স্বপ্নের মতো জ্বলছিল
অমরার রূপের মতো জ্বলছিল একটি জন্ম।
একবার তুমি প্রণত হয়েছিলে, নত হয়েছিলে লতার মতো
নবজন্ম হয়েছিল একবার নবজন্ম হয়েছিল আমার।

১৯৭৩

তুমি দূর দেশে

তুমি দূর দেশে
তাই আমি পরিব্যাপ্ত কৃষ্ণ জল স্রোতে
আগুনের খর ঝড়ে বেদনার নীল দ্বীপে একাকী ময়ূর
খড়ের মতন মৃত কুয়াশার অতল কবরে
দুই চোখে অপার ধূসর

ইচ্ছা হয় চোখে মেখে তোমার অনন্ত রূপ নিরুপম মুখ
নক্ষত্রের মতো উষ্ণ হৃদয় তোমার
ডুব দিই তলহীন কাজল সমুদ্রে
শীতল জ্যোৎস্নার দেশে—নীলিম অরণ্যে।

১৯৭৩

তুমিও আমার কাছে মোহময় মৃগতৃষ্ণা পাশাবতী নারী
মঞ্চের মহিষী হলে চঞ্চল সন্ধ্যার রঙ যাযাবর পাখি।
এখন তোমারো চোখে নীল ঢেউ ভ্রাম্যমান মেঘের মিনার
এখন তোমারো প্রেমে রামধনু জ্বলে নেভে ঋতুর বদল।

তুমিও চতুরা হলে নাগরীর মতো হলে নিপুণ রমণী
সত্তার গভীরে তাই দলিত তৃণের দুঃখ পদক্লিষ্ট ধূলির বেদনা
দারুণ ব্যথার দাহ সমুদ্রের ব্যাপ্তি পায় হয় বহ্নিঝড়
ভস্মীভূত হয় মৃগ থেমে যায় নীলকণ্ঠ—থামে তার স্বর।

১৯৭৩

মোলায়েম রোদ

মোলায়েম রোদ
নারীর মতন হাতে পিঠে ঘষে নরম আঙুল
চৈত্রের উলঙ্গ দেহে গাঢ় বৃষ্টিপ্লাত
প্রত্যেক স্নায়ুর ঘর খুলে দেয় জানলা ও দুয়ার
জাগ্রত ঘুমের স্বরে সমাধিস্থ হয়
রূপসীর মতো হাসে সমস্ত পৃথিবী।

১৯৭৪

পিছন ফিরে তাকিয়ে তুমি চোখে রাখলে চোখ

পিছন ফিরে তাকিয়ে তুমি চোখে রাখলে চোখ
হাওয়ায় ভাসে গোলাপ চাঁপা এবং গন্ধরাজ
মুঠোয় হাসে জলতরঙ্গ সানাই দেয় ডাক
সবখানে কি হুলুস্থুল এবং মঞ্চসাজ।

পিছন ফিরে তাকিয়ে তুমি চোখে রাখলে চোখ
মুঠোর ভিতর এলডোরেডো এবং আলোর নাচ।

•

১৯৭৪

বাস থেকে

বাস থেকে হাতে ডাকো হাত রাখো বাসের বাহিরে
এবং ছড়িয়ে দাও কালো চোখ সমস্ত শরীরে।
হাতের বদলে হাতে স্তব্ধ চোখ এবং হৃদয়
বাস ছোটে বুকের ভেতর এসে দাঁড়াও রমণী।

১৯৭৪

অমন একাকী কেন !

অমন একাকী কেন জনহীন কেন তুমি কি হলো তোমার
কখনো নাওনি বুঝি ফুলজলে হাত বুঝি রাখোনি কখন
যেন তুমি বনবাসী অন্তরঙ্গ বন্ধুহীন নির্জন মানুষ
ভালোবাসা করাঘাত কখনো করেনি দোরে সর্বদা প্রবাসী।

অমন একাকী কেন জনহীন কেন তুমি কি হলো তোমার
নাও এই হাস্নুহানা নাও জলাধার
জ্যোৎস্না রোদ সজল বাতাস।
অমন একাকী কেন জনহীন কেন তুমি কি হলো তোমার !

১৯৭৪

আঁধারে রূপালি জ্বালো

কে করে আহত সব নখের আঁচড় দিয়ে—দাঁতের আঘাতে.
তছনছ করে সব, খেয়ালি দৈত্যের মতো ভেঙে সব করে চুরমার
আগুনে দুহাত রাখে, অন্ধকারে চোখ
রৌদ্রে পুড়ে চিতাভস্ম করে দেয় ঘরবাড়ি এবং জীবন।

সবকিছু লণ্ডভণ্ড উন্মাদের হাতে সব স্থাবর জঙ্গম
বৃষ্টি নামো নামো স্নিগ্ধ জল
সর্বত্র ছড়িয়ে দাও সবুজ স্নিগ্ধতা শুধু জ্যোৎস্নার সোনালি
আঁধারে রূপালি জ্বালো ঝড় করো রৌদ্রের দেয়ালি।

১১৭৪

সামান্য মুখর হও

সর্বদা নীরব থেকে সব অংকে লিখো তুমি ভুল প্রতিলিপি
টেবিলেই পড়ে থাকে সকল জরুরী চিঠি ডাকে ফেলা হয় না কখন
হাত থেকে খসে পড়ে মূল্যবান নথিপত্র রাখি না খবর
স্মৃতি সত্তা কেড়ে নাও বুকের ভেতর ছোঁড়ো পাথুরে পাহাড়।

সামান্য মুখর হও চোখ খুলে হাতে দাও প্রিয় শব্দাবলী
ভালোবাসা ভিন্ন সব কবুরে আঁধার।

১৯৭৪

গৃহী আমি

গৃহী আমি লোহার শৃংখল পায় দুই হাতে রজ্জুর বন্ধন
সন্ন্যাসীর মতো তাই ধর্ম মোক্ষ আলো জ্যোৎস্না করি না প্রার্থনা
রক্তিম কামনা নিয়ে যাচ্ঞা করে লক্ষ মুদ্রা দিই রোজ দেবতাকে ফুল
সোনালি স্বার্থের মুখে মুখ রগিখ চুমা খাই প্রিয়ার মতন।

গৃহী আমি আষ্ঠেপৃষ্ঠে পাহাড়ের মতো ভারী গার্হস্থ্য পৃথিবী
চাই না আলোক জ্যোৎস্না, সবিনয়ে করি রোজ কাঞ্চন প্রার্থনা
একে-ই সর্বদা আমি অনায়াসে ভাবতে পারি ধর্ম মোক্ষ রোদ
কারণ, অক্ষম আমি দেয়াল বিদ্রোহ করে দুই হাতে লোহার শৃংখল।

১৯৭৪

রাজা তুমি-১

রাজা তুমি দাসীর দল বাইজী নাচে বন্দনা করে রোজ
স্তাবক হাসে স্তাবকী নাচে রঙিন আলোর ঢেউয়ে তুমি বুঁদ
গোঁফের তায় শাসন করো দারুণ যাদুকর
তোমার পায় চুমো খেয়ে চাতক মাগে জল।

রাজা তুমি তুমিই প্রভু স্বয়ং ভগবান
তোমার পদ উদক পেতে তাড়ির মতো লোভ
সেবক চাটে গায়ের মধু, আহ্লাদে করে নাচ।
রাজা তুমি তোমার স্তুতি বন্দনাগান রোজ।

১৯৭৪

চাতক আসে রৌদ্র আসে

রূপশ্রী, তোর চোখের মীড়ে দুচোখ রেখে
দুহাত রেখে দুই পাহাড়ে
উষ্ণ দুপুর সান্ধ্যকালীন স্নিগ্ধ হাওয়া।
ফুল পাঁপড়ি শরীর থেকে গন্ধ দিয়েই
দারুণ রৌদ্র ভিজিয়ে দিস শিশিরমাখা ভোরে।

চাতক আসে তোর দুয়ারে নরম হাওয়ার বৃষ্টি নিতে
রৌদ্র আসে অলিন্দে তোর কলস ভরে জ্যোৎস্না নিতে।

১৯৭৫

রাজা তুমি-২

রাজা তুমি ইচ্ছা হলে ডিগবাজি খাও আধ-কাপড়ে নাচো
কেউ হাসে না, পাথর সব কেউ খোলে না মুখ
কারণ, তোমার বিদেহী হাত গ্রেনেড দিয়ে শাসন করে আকাশ মাটি জল
আকাশ থেকে ইন্দ্র উধাও সাগর থেকে ঢেউ।

রাজা তুমি চাবুক দিয়ে ঠাণ্ডা করো পাহাড় নদী
আগুন দিয়ে শাসন করো লোক
পাহাড় তোমার ধ্যান করে, গান গেয়ে নদ বন্দনা করে
তারারা করে চরণসেবা, সূর্য মাথে নীল।

১৯৭৫

শব্দহীন গাছ

গর্ভবতী নারীর মতো ছোটে বাস
প্রতি স্টপে প্রসূতি ও অন্তঃসত্ত্বা।
দৃষ্টির আড়ালে রক্তপাত,
একদিন হেঁটে ঘুমন্ত গ্যারেজে।
সন্তান সন্ততি অন্ধ
রাতের বাতাস খেয়ে শব্দহীন গাছ।

১৯৭৫

গিনির গড়া তারার ঘরে রাস

মোহর দিলে হাত পেতে নাও
মুকুট দিলে ঢেউয়ের মতো নাচো
ভালোবাসা দিলে উধাও
ছেঁড়াপাতার মতোন তুমি উড়িয়ে ফেলো ড্রেনে
হাওয়ায় উড়োও ধুলোর মতো।

ফাঁসলাগা এক ধেনুর মতো ভালোবাসা রোরুদ্যমান
জলোত্থিত জালের ভাঁজে মুমূর্ষু মাছ
ভালোবাসা শত্রু তোমার হাত পেতে চাও রাজবাড়ি রোজ
গিনির গড়া তারার ঘরে রাস।

১৯৭৫

একান্ত ফাঁসির যোগ্য অন্ধকার

কথা ছিলো হৃদয় বাড়িয়ে দেয়া
প্রতি ক্ষতে ওষুধ দেয়ার
কথা ছিলো প্রতিটি হৃদয় থেকে দুঃখ সরাবার
পেড়ে নেয়া বিষফল প্রতি গাছ থেকে
তরঙ্গ সরিয়ে দিয়ে শান্ত নদী আবিষ্কার
কথা ছিলো গ'ড়ে নেয়া সবুজ মোহনা।

কথা তো রাখিনি আমি
সেতুবন্ধে দিইনি পাথর ইট
কিংবা কিছু মাটি
কেবল নিজস্ব বৃত্তে ঘুরোঘুরি
নরম শরীরে বন্দী
আঠামাখা দেয়ালের গায় থাকে হাত।

নিভিয়ে দিয়েছি আলো
ভালোবাসা তুলেছি চিতায়
ফাঁসির একান্ত যোগ্য অন্ধকার
জল্লাদ বাড়িয়ে আনো হাত।

১৯৭৫

ভালোবাসা ডাক দিলে

ভালোবাসা ডাক দিলে আমি কি দাঁড়াতে পারি স্থির পায়
যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে মধ্যরাতে ঘর
দুহাত বাড়িয়ে দিই ছন্দময় সুখে
যেভাবে জলের গায় কিষাণ ডুবিয়ে হৃদয় ঘামে ভেজা মুখ।

ভালোবাসা ডাক দিলে বাতাসে গন্ধের মতো মিশ্রিত হৃদয়
মুক্তিস্রোতে পায়চারী, খুলে যায় প্রত্যেক দুয়ার।

১৯৭৫

রাজা ভালোবাসো

রাজা
ফুটপাত পা-পোষ ক'রে দাঁড়াও
পা রাখো কুটীরে
প্রাসাদ থেকে মণি দাও শাসিত সমুদ্র থেকে দাও জল
ডোবার ভেতর রাখো হাত
কুঁড়েঘর থেকে নাও হাভাতে রোদ্দুর।

রাজা ভালোবাসো
ভালোবাসা ভিন্ন তুমি অন্তরীণ
আকাশে অমৃত
মুক্তি ঘাস, নির্বাণ পাথর। রাজা ভালোবাসো।

১৯৭৫

প্রবাস, প্রকৃতি ও প্রেম

প্রবাসে আছি
কারো একটি চুলও রাখে না তার খবর
কারো দিন বা রাত্রির ঘুমে
কখনো তাই সর্ষে পড়ার হয় না শব্দ।

কেবল কয়টি পাইনগাছ পাতা ঝেড়ে
দুঃখ ফেলে মাটির শরীরে
প্রেমিকা ছাড়ে বাতাসে দীর্ঘশ্বাস
উৎকণ্ঠিত বন্ধুজন হাত তুলে প্রতীক্ষমান।

১৯৭৫

শীতের রৌদ্রে শরীর ঢেলে

শীতের রৌদ্রে গা ঢেলে দিই
যেমনভাবে গা ঢালি রোজ নারীর কাছে
শরীর জুড়ে গোলাপ ফুটে গন্ধ ছাড়ে
গরম জ্যোৎস্না শরীর জুড়ে।

শীতের রৌদ্রে শরীর ঢেলে রাণীর বাড়ি
মুঠোর ভেতর সাড়ে-তিন-হাত দিব্যভূমি।

১৯৭৫

শুয়ে থাকলাম দলে

নারীর কাছে জ্যোৎস্না ও জল রৌদ্র চেয়ে
ফিরতে হলো নীল দুপুরে
উড়িয়ে দিলো দীনভিখিরী রিক্ত আকাশ।

নারীর কাছে নীল কুড়িয়ে
ফিরতে হলো ফুলের কাছে
পুষ্প দিলো হৃদয় খুলে সুবাস ছেড়ে
গন্ধে তার শুয়ে থাকলাম শুয়ে থাকলাম দলে।

১৯৭৫

স্বদেশ

(বন্ধু যশোধীর চৌধুরীকে)

সর্বদা প্রবাসে আমি
দূরে দেশে আমার স্বদেশ
যেখানে ধনিক রাজা ঘুরোয় না চাবিকাঠি
প্রাসাদ করে না আলো কয়জন লোক
মন্দির মসজিদ দেখে দেখে গীর্জা কালো মুখ হয়না কখন
এক নদী ভলগা গঙ্গা
সীমান্ত পাহাড় নয়—ছাড়পত্র করে না শাসন
সেই দেশ আমার স্বদেশ।

সর্বদা প্রবাসী আমি
অপহৃত আমার স্বদেশ
কারণ, দস্যুর দল মুণ্ডহীন ক'রে তাকে রক্তমগ্ন রোজ
লণ্ডভণ্ড ক'রে দেহ ছিন্নভিন্ন ক'রে হাড় উড়োয় অনন্ত নীলে—
মঙ্গলের গায়।
স্বপ্ন অস্ত।
অন্ধকারে বন্দী রোজ আমার স্বদেশ।

স্বদেশ তোমার চিত্র রঙজলে করি নি রচনা
সত্যের অমল দিয়ে তোমার নির্মাণ।
সত্য কি আঁধারে থাকে ? আলো অস্ত যায় ?
এগিয়ে আসছে কাল পার্থ যুযুধান
তরঙ্গের মতো আসছে দুর্বার সেনানী
মুদ্গর আঘাত করছে ছুঁড়ছে তীর বর্শা পাশুপত
মুক্ত তুমি সিংহাসনে আরূঢ় জননী
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তোমার দুহাত।

১৯৭৫

আন্দোলিত ফুল

আন্দোলিত ফুল
সুবাসী স্মৃতির ঢেউ
যেন লাস্য স্রোতের ওপর।

আন্দোলিত ফুল
বুকের ভেতর রাখে শোভন সমুদ্র
চেয়ে থাকে জ্যোৎস্নার ফুল।

১৯৭৬

রাজা এলেন

রাজা এলেন
শহরময় মাইক বলে যায়
পুবের মাঠে দিন বারোটায় জনসভা
অফিস ছুটি কলেজ ছুটি
পাগলা জলের মতন ছোটে জনধারা
দারুণ রৌদ্র জল হয়ে যায় রাজা দেখার পুণ্যলোভে
জনারণ্য পুবের মাঠ
লক্ষ টাকার মঞ্চে উঠে রাজা বলেন ঃ
আমার প্রিয় স্বদেশবাসী
শপথ ক'রে বলতে পারি (হয়তো কিছু সময় নেবে)
সোনারূপোয় মুড়িয়ে দেবো স্বদেশ আমি
দীনভিখিরী থাকবে না কেউ সবাই হবে রাজার মতো ধনী।
জনসমুদ্র বলতে থাকে ঃ
সাধু ! সাধু ! পুষ্পবৃষ্টি।

মিটিং শেষ রাজা ভোলেন প্রতিশ্রুতি কাজের চাপে
জনতা ঘুমোয় নাক ডাকিয়ে ফুটপাতে ও গাছের তলে।

১৯৭৬

রক্তে তোর চাবুক লাগছে চাবুক লাগছে গায়

ঘরে আমার রঙিন পর্দা ঝুলিয়ে দিলাম
তা-ই দেখে তোর দারুণ হাসি
প্রতিবেশী
ব্যাপার কী
রক্তে তোর চাবুক লাগছে চাবুক লাগছে গায়
সোনার পর্দা ঝুলিয়ে দিস দুয়ারে তোর
হাসতে থাকবো হীরের মতো
বাঁধিয়ে রাখিস তুই।

১৯৭৬

অন্ধকার কাছে এলে

অন্ধকার কাছে এলে
এ শরীর হিমগাছ হবার মুহূর্ত আগে
হাত দুটি কঠিন পাথুরে ডাল না হবার আগে
ফুল দিয়ো
শেষবার তোমার ওষ্ঠের মতো শুঁকে নেবো ঘ্রাণ
জল দিয়ো
শেষবার সুদীর্ঘ প্রশান্ত নদী করে নেবো পান
কপালে দুহাত রেখো
শেষবার ছুঁয়ে নেবো বাসন্তী সময় ।

অন্ধকার কাছে এলে
জানলা ও দুয়ার দিয়ো খুলে
শেষবার মেখে নেবো নবীন রোদের মায়া জ্যোৎস্নার ফুল
সন্ধ্যার বাতাস নেবো
চোখ ভরে দেখে নেবো শোভন আকাশ ।

১৯৭৬

তলোয়ার নিয়ে ঘুরি

আমি তো আঘাত দিই নিই রোজ সহিংস ভূমিকা
তলোয়ার নিয়ে ঘুরি ফুটপাতে রোজ
কারণ লুকানো হাত ছোড়ে শুধু বর্শা তীর দারুণ মুগ্গর
ছিন্নভিন্ন চলাচল—রক্ত নদী সব।

তলোয়ার নিয়ে ঘুরি নিই রোজ সহিংস ভূমিকা
গ'ড়ে নিতে মঞ্জুনীড় অহিংস পৃথিবী।

১৯৭৬

ভালোবাসা মাখতে চাও

ভালোবাসা মাখতে চাও
দারুণ সস্তা
হৃদয়টিদয় লাগে না কিচ্ছু
জল কিংবা জিরার দরে হাটবাজারে বিকোয় রোজ
দশটা বাড়ি, বিশটা গাড়ি এবং পাঁচটা হেলিকপ্টার
হলেই রোজ ঘুমোতে পারো ভালোবাসার নীল আঁচলে।

ভালোবাসা জলের মতো সহজ বস্তু
হাত বাড়ালেই হাতের কাছে
ডিম্যাণ্ড তার কিচ্ছু না
রুপোর বাড়ি, সোনার গাড়ি
একটা মোহর বিশটা মোহর ত্রিশটা মোহর।

১৯৭৬

অন্ধকার ডাক দিলে

পৃথিবী তোমাকে দিতে অলৌকিক গোলাপের ঘ্রাণ
এবং রোদ্দুর
স্বর্গগঙ্গা এনে দিতো দুয়ারে তোমার
সব রক্ত ঢেলে দিবো ধূপের কাঠির মতো ;
প্রার্থনা কেবল
অন্ধকার ডাক দিলে চোখ থেকে জল দিয়ো
যে-জলে শিশির-নদী ছুঁয়ে নেবে বুক
অন্ধকার হ'য়ে যাবে আলোর চুম্বন।

১৯৭৬

ধরে রাখে চলাচল

নারী ও শিশুর মুখে দাঁড় করে
সুস্থির ঠিকানা
একজন ধাত্রী রোজ স্নিগ্ধতার নদী
একজন অদূর সবুজ।

নারী ও শিশুর মুখে দাঁড় করে
ধরে রাখে চলাচল রোজ।

১৯৭৬

রাত এলে

রাত এলে
আমার দুয়ারে আমি বসি
খুব কাছাকাছি হই
বুঝি
পথ হাঁটে—চলাচল করে
ভিন্ন আমি—আমার প্রচ্ছায়া।

রাত এলে
আমার দুয়ারে আমি হাঁটি
বুঝি
রঙ্গমঞ্চে আমার ভূমিকা।

১৯৭৬

মহানীলে আমার ভুবন

ঘর খুঁজি
খুঁজি আমার পৃথিবী
সবখানে ছায়া প'ড়ে অদ্ভুত বিদেশ
হাঁটতে থাকি
দেখি
মহানীলে আমার ভুবন।

১৯৭৬

রোদে হাঁটে মেঘ

প্রেমের ভেতর হাঁটে গ্রীষ্ম
সুখের ভেতর হাঁটে মাঘ
সমস্ত সবুজে হাঁটে অন্ধকার রাত
রোদে হাঁটে মেঘ।

প্রেম এসে থামে নীলে, নীলে স্থির সুখ
সমস্ত সবুজ, রোদ থামে অন্ধকারে।

১৯৭৬

গোলাপ তুমি সঙ্গে নিয়ো দূরের কাছে

গোলাপ তুমি চিরকালীন
আমায় নিয়ো দূরের কাছে
বলতে থেকো ঃ পথিক ছিলো
গন্ধ নিতো এবং দিতো প্রিয়ার হাতে।

জ্যোৎস্না তুমি চিরদিনের
আমায় নিয়ো দূরের কাছে
বলতে থেকো ঃ পথিক ছিলো
দেখতো রোজ কবির মতো গভীর চোখে।

গোলাপ তুমি জ্যোৎস্না তুমি চিরকালীন
সঙ্গে নিয়ো দূরের কাছে।

১৯৭৬

মিজোহিল্‌স্‌ ১

রাস্তায় মেঘ হাঁটে
মেঘ হাঁটে পাহাড়ের গায়
মেঘের ভেতর হাঁটে পুরুষ রমণী ;
মেঘ ডাকে
জ্বলে ওঠে উন্মাদ বিদ্যুৎ
পথ হাঁটে পুরুষ রমণী।

১৯৭৬

ছড়াও সবুজ

তুমি তো রমণী না
পাখি
গাছ থেকে গাছে হাঁটো
ঢেউ
মহানীলে ভাসমান রোজ।

স্থির হও
বেলাভূমে দণ্ডদণ্ড দাঁড়াও
ছড়াও সবুজ।

১৯৭৬

পাই না তাকে

আমার নারী ঠোঁটের কাছে ঠোঁট ধরেছে
বুক ঢেলেছে বুকের কাছে
তবুও যেন একশো আকাশ দূর
বুকে তাহার হাত রেখেছি
হৃদয় থেকে গন্ধ বেরোয়
তবুও যেন গন্ধ পাই না আমি।

আমার নারী ঠোঁটের কাছে বুকের কাছে
হাতের কাছে সমর্পিতা
তবুও যেন পাই না তাকে আমি।

১৯৭৬

ও নারী তোর হাতেই আমি ফেলে আসছি চাবির গোছা

ও নারী তোর হাতেই আমি
ফেলে আসছি চাবির গোছা
হৃদয় তাই বন্ধ্যা নদী
ঢেউ ওঠে না মাছ হাঁটে না
উঁকি দেয় না তারার ছায়া।

ও নারী তুই ফিরিয়ে দে চাবির গোছা
ছুটুক হৃদয় শব্দাবলী যেমন ছোটে
কিংবা ছুটুক স্রোতের মতো
প্রতিটি দিন গতির প্রার্থী
গতি আমার জীবন জীবন মানে মুক্তি।

১৯৭৬

এই রোদ

এই রোদ ঘুম জাগানিয়া গান
আমাকে জড়িয়ে ধরে
চুমো খায় মায়ের মতন

জাগে ঘাস জাগে মাটি জাগে চরাচর
নদী হয় আমার ভুবন
ও নদীর জলে হাঁটে আমার সময়।

১৯৭৬